প্রথম আলো ঢাকা, শুক্রবার ১ ডিসেম্বর ২০০৬

ই-মেইল : pdotcom@prothom-alo.com

বাংলা ভিসতার কাজ চলছে ঢাকায়

জাবেদ সুলতান পিয়াস

বিল গেটস গত বছরের ৫ ডিসেম্বর যখন ঢাকায় এসেছিলেন তখনই তিনি খবরটা জানিয়েছিলেন। মাইক্রোসফট করপোরেশনের এই চেয়ারম্যান ও প্রধান সফটওয়্যার স্থপতি বলেছিলেন, উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের পরবর্তী সংস্করণ ভিসতায় বাংলা থাকছে। আর তা বাংলাদেশী বাংলাই। অর্থাৎ বাংলাদেশের মানুষ যেভাবে বাংলা লেখেন বাংলা বলেন, সেভাবেই বাংলা থাকবে উইন্ডোজ ভিসতায়।

বিল গেটসের সে ঘোষণা এখন বাস্তবায়নের পথে। দেশে কম্পিউটারের ব্যাপক প্রসারের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান যে বাধা সেটি ভাষাগত। কম্পিউটার খুললেই ইংরেজিতে ভেসে আসে 'ওয়েলকাম টু মাইক্রোসফট উইন্ডোজ...'। এই জায়গায় এখন দেখা যাবে বাংলা। যা সবারই আন্তরিক চাওয়া। মাইক্রোসফট উইন্ডোজে বাংলা সংযুক্তির মাধ্যমে বাঙালির হৃদয়ের সেই চাওয়াটিই পূরণ হতে যাচ্ছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে বাজারে আসতে যাওয়া মাইক্রোসফটের পরবর্তী অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ ভিসতা এবং এমএস অফিস ২০০৭-এ বাংলা সংযোজিত হতে যাচ্ছে। সফটওয়্যারের যে বাহ্যিক চেহারা (ইন্টারফেস), সেটা হবে বাংলায়। আর ভিসতাকে বাংলায় রূপান্তরের কাজটি করতে যাচ্ছে এ দেশের প্রোগ্রামাররাই। ঢাকায় এখন বাংলা ভিসতা তৈরির কাজটি চলছে। মাইক্রোসফট করপোরেশনের সহায়তায় ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টারফেস প্যাকে (এলআইপি) বাংলা অন্তর্ভুক্তির কাজ করছেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি) একদল প্রোগ্রামার। তাঁরা তাঁদের কাজের মাধ্যমে বাংলায় কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের জন্য সম্ভাবনার এক নতুন দুয়ার খুলে দিতে যাচ্ছেন।

এ তো দারুণ সুবিধা

সম্পূর্ণ বাংলায় একটা কম্পিউটার পাওয়ার দাবি আমাদের অনেক দিনের। কিন্তু সামান্য প্রমিত বাংলা কি-বোর্ডের ব্যাপারেই একমত হতে যখন এত জল ঘোলা হয়, তখন সম্পূর্ণ বাংলায় পুরো একটি অপারেটিং সিস্টেমের স্বপ্ন দেখাকে অনেকটা বিলাসিতাই মনে হতো একসময়। তবে অনেক আগে থেকেই এ জন্য কিছু কাজ হচ্ছিল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। উন্মুক্ত সোর্স কোড (ওপেন সোর্স) ভিত্তিক কিছু কাজে বেশ অগ্রগতিও হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের সিংহ ভাগ কম্পিউটার চলে মাইক্রোসফট উইন্ডোজে, সেখানে তেমন কোনো কাজই হয়নি। আর সে জন্য বছর দু-এক আগে থেকে উইন্ডোজে বাংলা সংযুক্তির ব্যাপারে তাঁরা চিন্তাভাবনা শুরু করেন বলে জানান ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর রিসার্চ অন বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিংয়ের প্রধান **ড. মুমিত খান**। তিনি বলেন, তখন মাইক্রোসফট করপোরেশনের লোকাল মার্কেট স্ট্র্যাটেজি বিভাগের পরিচালক **আর্থি আকারের** সঙ্গে কথা বলে এ ব্যাপারে আশ্বস্ত হই আমি। পশ্চিমবঙ্গের বাংলায় উইন্ডোজ সাজানোর কথা বলা হলে তখন আমরা তাদের দুই বাংলার স্বতন্ত্রতার কথা বোঝাতে সক্ষম হই। তখন বাংলাদেশি বাংলায় উইন্ডোজ ইন্টারফেস তৈরির কাজটি চলে আসে সিঙ্গাপুরে মাইক্রোসফটের আঞ্চলিক দপ্তরে। এটি বছরখানেক আগের কথা। আর সে সময় থেকেই বাংলাদেশি বাংলায় উইন্ডোজ ইন্টারফেস তৈরির প্রাথমিক পরিকল্পনা শুরু হয়। আর সেই থেকেই শুরু। এরই ফলে উইন্ডোজে বাংলা সংযুক্তির জন্য গত ৮ নভেম্বর মাইক্রোসফটের স্থানীয় ভাষা কর্মসূচির (এলএলপি) আওতায় বাংলাদেশি দুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করে মাইক্রোসফট করপোরেশন। এই চুক্তিপত্র স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মাইক্রোসফট বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার ফিরোজ মাহমুদের সঙ্গে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্বাক্ষর করেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক জাবেদ আলী সরকার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মাইক্রোসফট এশিয়া প্যাসিফিকের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের প্রেসিডেন্ট ক্রিস অ্যাটকিনসন। আর এভাবেই বাংলায় অপারেটিং সিস্টেম দেখার যে স্বপ্ন তা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়।

সাজাব মায়ের ভাষায়

বিশ্বব্যাপী এলএলপির আওতায় ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টারফেস প্যাকে স্থানীয় ভাষা সংযুক্তির বেলায় মাইক্রোসফট করপোরেশন কিছু বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে। বাড়তি সতর্কতা হিসেবে ভাষা যাতে নির্ভুল থাকে, সে জন্য রাষ্ট্রীয় কোনো প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেয় তারা। বাংলাদেশে এ কাজটি করছে বিসিসি। তারা ভাষারীতি, শব্দভান্ডার এবং ভাষার নিজস্বতার মতো বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করছে। ভাষাগত কাজ শেষ হয়ে গেলে এর কারিগরি সংযুক্তির দিকটি করবে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর রিসার্চ অন বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং (সিআরবিএলপি) বিভাগ। এখন মূল কাজ শুরু করার জন্য আগের কাঠামোগত কাজগুলো করছে তারা।

সিআরবিএলপিতে কর্মরত উইন্ডোজে বাংলা সংযুক্তি দলের অন্যতম কর্মী **নওশাদ উজ্জামান** বলেন, আমরা এখন প্রাথমিক পর্যায়ের কাজগুলো গুছিয়ে নিচ্ছি। তবে নিজের অবস্থানে থেকে বাংলার জন্য কিছু করতে পারছি—এটি ভাবতেই ভালো লাগছে আমার। প্রাথমিকভাবে এ কাজের জন্য সিআরবিএলপির নিজস্ব কর্মীরাই কাজ শুরু করেছে বলে জানান ড. মুমিত খান। তবে খুব শিগগিরই ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষার্থীকেও এ কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, আমরা চাচ্ছি উইন্ডোজে বাংলা যোগ করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরাই করুক। এতে করে কাজের দক্ষতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা এ ধরনের কাজে আগ্রহী হয়ে উঠবে। প্রাথমিকভাবে এলআইপির মাধ্যমে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহারকারীরা এ সেবা পাবেন। বিসিসি ভাষাগত কাজটি হস্তান্তরের পর ছয় থেকে আট মাসের মধ্যে একে গ্রাহকদের ব্যবহার উপযোগী করে তৈরি করা সম্ভব হবে। আর তার পরপরই এ সেবা পাওয়া যাবে এমএস অফিস ২০০৭-এ। তবে মাইক্রোসফট চাইলে একে বাংলাদেশে সরবরাহ করা উইন্ডোজের সঙ্গে সংযুক্ত করে একসঙ্গে ব্যবহার উপযোগী করে তৈরি করাও সম্ভব। মুমিত খান বলেন, উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে বাংলার ব্যবহার আগেও ছিল। কিন্তু সেটি ছিল ভারতীয় বা পশ্চিমবঙ্গের ভাষারীতি অনুসারে। আমাদের নিজস্ব বাংলারীতির সঙ্গে এর বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। তবে বাংলা সংযুক্তিতে আমরা যে কাজটি করতে যাচ্ছি সেটি হবে আমাদের ভাষারীতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে মিল রেখে, বাংলাদেশি বাংলায়। কম্পিউটারকে সাজাব আমাদের বাংলায়।

সম্ভাবনার নতুন অধ্যায়

উইন্ডোজে বাংলা যুক্ত হলে বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষ আরও সহজে কম্পিউটার ব্যবহারের সুবিধা পাবে। এতে করে আমাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও কম্পিউটার ব্যবহার ছড়িয়ে যাবে বলে জানান **অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী**। তিনি বলেন, ভাষা হচ্ছে কম্পিউটারের সুতা। ভাষার নিজস্বতার মাধ্যমেই কম্পিউটারকে সবচেয়ে সহজে বোঝা সম্ভব। তাই বাংলায় কম্পিউটার ব্যবহার সম্ভব হলে দেশের আনাচে-কানাচে কম্পিউটারের ব্যবহার ছড়িয়ে যাবে। এটি বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশসহ দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে সহায়তা করবে। এ ব্যাপারে **ফিরোজ মাহমুদ** বলেন, উইন্ডোজে বাংলা ইন্টারফেস যোগ হলো কম্পিউটার আমাদের হৃদয়ের কাছাকাছি চলে আসবে। বিশ্বব্যাপী বাংলা ভাষাভাষী উইন্ডোজ ব্যবহারকারীরা ইন্টারনেট থেকে বিনা মূল্যে এ প্রোগ্রামটি নামিয়ে ব্যবহার করার সুযোগ পাবেন। তবে বাংলাদেশে উইন্ডোজের বৈধ সংস্করণের ক্রেতাদের এটি সিডিতে করেও সরবরাহ করা হবে।

একই বিষয়ে **জাবেদ আলী সরকার** বলেন, আমাদের কাজটি সম্পন্ন হলে বিশ্বব্যাপী বাংলা ভাষাভাষী কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের জন্য একটি নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে। আসলে পৃথিবীর অনেক দেশের কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের নিজস্ব ভাষায় কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। আর এ সুযোগটিই পেতে যাচ্ছি আমরা। ড. মুমিত খান বলেন, উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে বাংলা ইন্টারফেস সংযুক্তি বাংলাদেশি কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের জন্য শুধু নতুন সুবিধাই বয়ে নিয়ে আসবে না, এতে বাংলায় বিভিন্ন সফটওয়্যার তৈরিতে আগ্রহী হয়ে উঠবে আমাদের দেশি প্রোগ্রামাররা। তৈরি হবে বাংলা সফটওয়্যারের নিজস্ব বাজার। কম্পিউটারে সমৃদ্ধ হবে বাঙালির নিজস্বতা।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে উইন্ডোজ ভিসতাকে বাংলায় সাজানোর কাজ, আর তাতে অংশ নিচ্ছেন এ দেশের তরুণ প্রজন্ম ছবি : কবির হোসেন